২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ০৪ আগস্ট ২০১৬, শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শোকের মাস আগস্টে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। মাত্র সাড়ে তিন বছর বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়। ৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো মানুষের উন্নয়নের পরিবর্তে লুটপাটের রাজনীতি কায়েম করে।

দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১৩ এবং ২০১৪ থেকে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।

আমাদের একটাই লক্ষ্য একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের সরকারের প্রচেষ্টায় আজকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে। আমাদের জনগণ এখন উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখছে।

সুধিমন্ডলী,

দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিয়ে আমরা কাজ করছি।

ইতোমধ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পাদিত উন্নয়ন সূচকসমূহ এ ক্ষেত্রে আমাদের উল্লেখযোগ্যভাবে আশাবাদী করেছে।

আমাদের গড় মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ ডলারে উন্নীত হয়েছে; জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.০৫% হয়েছে যা বিগত কয়েক বছরে ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় শতকরা ৯০% এখন আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে করা হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশসমূহের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

তবে উন্নয়নের সকল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কিছু বাড়তি শ্রম দিতে হবে। সরকারের সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

একটা লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সে ধরণেরই একটি কর্মপরিকল্পনা। সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পৃথিবীর বেশকিছু দেশে ফলাফলভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম চালু রয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ তৃতীয় বছরের মত এ চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার আলোকে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একটি কাঠামো অনুসৃত হয়ে আসছে। এই পদ্ধতির আওতায় প্রতিবছর প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব একটি কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধান মাঠপর্যায়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আজ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ Allocation of Business অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারি অন্যান্য নীতিমালার আলোকে স্ব-স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি চুক্তি করবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে এবং আমার পক্ষে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

সুধিমন্ডলী,

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিবগণ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এ চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয় সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন। এ লক্ষ্যে গঠিত কারিগরি কমিটি এবং জাতীয় কমিটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

আমরা সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করছি। যে কোন প্রকল্প গ্রহণের আগে খেয়াল রাখবেন প্রকল্পটি যেন জন-বান্ধব হয়। তা থেকে যেন মানুষ সর্বোচ্চ সুবিধা পায়।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

তবে, এবারই যেহেতু প্রথমবারের মত মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, সেহেতু এ-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে হবে। এ লক্ষ্যে সকলেই সক্রিয় থাকবেন বলে আমি আশা করি।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস ও আশা করি।

আপনাদের সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...